34695 - তাওয়াফ ও সাঈ এর জন্যে কি পবিত্রতা শর্ত?

প্রশ্ন

উমরার তাওয়াফকালে আমার ওযু ছুটে গেছে। আমি কি করব তা বুঝতে পারছিলাম না। আমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে ওযু করে এসে পুনরায় তাওয়াফ শুরু করলাম। এরপর সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ (প্রদক্ষিণ) আদায় করলাম। আমি যা করেছি সেটা কি সহিহ? আমার কি করা উচিত ছিল?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আপনি নতুনভাবে ওযু করে নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করে সঠিক কাজটি করেছেন। আপনি অধিক ভাল ও অধিক সতর্কতাপূর্ণ অভিমতের উপর আমল করেছেন। কেননা অধিকাংশ আলেমের মতানুযায়ী নামাযের ন্যায় তাওয়াফের শুদ্ধতার জন্য পবিত্রতা শর্ত। ওযু না করা পর্যন্ত অপবিত্র ব্যক্তির নামায যেমন শুদ্ধ হয় না তেমনি তাওয়াফও।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“ইমাম আহমাদের মশহুর অভিমত হচ্ছে, অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন তাওয়াফের শুদ্ধতার জন্য শর্ত। এটি ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়েরিও অভিমত।”[সমাপ্ত]

জমহুর আলেম এ অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিলগুলো পেশ করেন:

১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “বায়তুল্লাহ্‌কে তাওয়াফ করা নামাযতুল্য; তবে তোমরা তাওয়াফের মধ্যে কথা বলতে পার।”[সুনানে তিরমিযি (৯৬০), আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিল’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

২। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ করতে চাইতেন তখন তিনি ওযু করে নিতেন।” আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন: “তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের কার্যাবলি শিখে নাও।”[সহিহ মুসলিম (১২৯৭)][ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায

(১৭/২১৩-২১৪)]

৩। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে সাব্যস্ত হয়ছে যে, আয়শো (রাঃ) যখন হায়যেগ্রস্ত হন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বলনে: "একজন হাজী যা যা করে তুমওি তা তা কর; কন্িতু তুমি পবত্রি হওয়া অবধি তাওয়াফ করবে না।"

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: আমার একজন নকিট আত্মীয়া রমযান মাসে উমরা আদায় করছেনে। তনিি যখন মসজদিে হারামে প্রবশে করছেনে তখন তনিি লঘু অপবত্রি হয়ছেনে। তার থকেে বায়ু বরেয়িছে। কন্িতু, তনিি লজ্জা করে তার পরবিারকে বলনেনি যে, 'আমি ওযু করতে চাই'। এরপর তনিি তাওয়াফ করছেনে। তাওয়াফ শষে করার পর তনিি একাকী গয়িে ওযু করছেনে। এরপর সাঈ আদায় করছেনে। এমতাবস্থায়, তার উপর কী পশু জবাই (দম) করা কংিবা কাফ্ফারা দয়ো ওয়াজবি হব?

জবাবে তনিি বলনে:

তার তাওয়াফ শুদ্ধ হয়নি। কনেনা নামাযরে মত তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য পবত্রিতা শর্ত। এখন তার কর্তব্য হচ্ছ, পুনরায় মক্কায় ফরিে গয়িে তাওয়াফ আদায় করা। পুনরায় সাঈ আদায় করাও তার জন্যে মুস্তাহাব। কনেনা অধকিাংশ আলমে তাওয়াফরে আগে সাঈ আদায় করা জায়যে মনে করনে না। এরপর সমস্ত মাথার চুল ছাটে করে হালাল হব। আর এ নারী যদি সধবা হন এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকনে তাহলে তার উপর পশু জবাই করে মক্কার দরদ্রিদরে মধ্যে বণ্টন করে দয়ো আবশ্যক হবে এবং প্রথম উমরা যে মীকাত থকেে আদায় করছেে সে মীকাত থকেে নতুন একটি উমরা করা আবশ্যক হব। কনেনা সহবাস করার কারণে প্রথম উমরা নষ্ট হয়ে গছে। আমরা যা উল্লখে করছেি তার উপর সটো অপরহিার্য হবে এবং প্রথম উমরা যে মীকাত থকেে আদায় করছেে সে মীকাত থকেে নতুন একটি উমরা আদায় করা আবশ্যক হব। সে তাৎক্ষণকিভাবে আদায় করুক কংিবা পরবর্তীতে তার সুযোগ মত আদায় করুক। আল্লাহ্ই তাওফকিদাতা।[সমাপ্ত][ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (১৭/২১৪-২১৫)]

তাঁকে আরও জজিাসা করা হয় য: "এক ব্যক্তি তাওয়াফ শুরু করার পর তার বায়ু বরেয়িছে; তার উপর তাওয়াফ কর্তন করা কী আবশ্যক; নাকি সে তাওয়াফ চালয়িে যাব?"

জবাবে তনিি বলনে: যদি কউে তাওয়াফরে মধ্যে বায়ু, পশোব, বীর্য, লজ্জাস্থান স্পর্শ করা কংিবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে অপবত্রি হয় তাহলে সে নামাযরে ন্যায় তার তাওয়াফ স্থগতি করে পবত্রিতা অর্জন করতে যাব; এরপর নতুনভাবে

তাওয়াফ শুরু করবে। এটাই সঠিক অভিমত; যদিও এ মাসয়ালাতে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু, তাওয়াফ ও নামাযের ক্ষেত্রে এটাই সঠিক অভিমত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে নিঃশব্দে বায়ু ত্যাগ করে তাহলে সে যেন বেরিয়ে গিয়ে ওযু করে আসে এবং পুনরায় নামায আদায় করে।"[সুনানে আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমা হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন। সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাওয়াফ নামাযশ্রেণীয়][মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায (১৭/২১৬-২১৭)]

কোন কোন আলেমের মতে, তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অভিমত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন। তারা প্রথম অভিমতের দলিলগুলোর নিম্নোক্ত জবাব দেন:

যে হাদিসে বলা হয়েছে যে, "বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ নামাযতুল্য" এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসেবে 'সহিহ' নয়; তবে এটি ইবনে আব্বাসের উক্তি। ইমাম নববী তার 'আল-মাজমু' কিতাবে বলেন: বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- এটি ইবনে আব্বাসের উক্তি (মাওকুফ হাদিস)। বাইহাকী ও অন্যান্য হাফেযে-হাদিস মুহাদ্দিস এমনটি বলেছেন।[সমাপ্ত]

তারা আরও বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করা: এর দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে, পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করা ওয়াজিব; বরং এর দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ আমল করেছেন। কিন্তু, সাহাবীদেরকে নির্দেশ দেননি।

আর আয়েশা (রাঃ) কে যে তিনি বলেছেন, "একজন হাজী যা যা করে তুমিও তা তা কর; কিন্তু তুমি পবিত্র হওয়া অবধি তাওয়াফ করবে না" : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাঃ) তাওয়াফ করতে বাধা দেয়ার কারণ হল, আয়েশা (রাঃ) হায়েযগ্রস্ত থাকা। কেননা হায়েযগ্রস্ত নারী মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

যারা তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা শর্ত বলেন: মূলতঃ দলিল তাদের পক্ষে নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাওয়াফের জন্য ওযু করার নির্দেশ বর্ণিত হয়নি; না সহিহ সনদে; আর না যয়ীফ (দুর্বল) সনদে। অথচ তাঁর সাথে বিশাল সংখ্যক মানুষ হজ্জ আদায় করেছেন। এবং তিনি কয়েকটি উমরাও করেছেন। তার সাথে অনেক মানুষ উমরা করেছে। তাই তাওয়াফের জন্য ওযু থাকা যদি ফরয হত তাহলে তিনি সাধারণভাবে সেটা বর্ণনা করতেন। আর তিনি যদি বর্ণনা করতেন তাহলে মুসলমানেরা তার থেকে সেটা বর্ণনা করতেন; অবহেলা করতেন না। কিন্তু, সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি যখন তাওয়াফ করেছেন তখন তিনি ওযু করেছেন। শুধু এ দলিল ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশনা দেয় না। কারণ তিনি প্রত্যেকে

নামাযরে জন্য তাওয়াফ করতনে। তনিি আরও বলছেনে: "আমি পবত্রি না হয়ে আল্লাহ্র যকিরি করা অপছন্দ করছে..."[মাজমুউল ফাতাওয়া (২১/২৭৩)]

এই অভমিতটি অর্থাৎ 'তাওয়াফরে জন্য পবত্রিতার শর্ত না করা' মজবুত হওয়া সত্ত্বওে এবং দললি-প্রমাণে সে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বওে কোন মানুষরে পবত্রিতা ছাড়া তাওয়াফ করা উচতি নয়। কনেনা পবত্রি হয়ে তাওয়াফ করা উত্তম, অধকি সতর্কতাপূর্ণ ও দায়মুক্তরি অধকি উপযুক্ত - এতে কোন সন্দহে নইে। এর উপর আমল করার মাধ্যমে ব্যক্তি জমহুর আলমেরে অভমিতরে বপিরীত আমল করা থকেে নরিাপদে থাকব।ে

তবে, ওযু রক্ষা করতে গয়িে তীব্র কষ্ট-ক্লশেরে মুখোমুখি হলে মানুষ এ অভমিতরে উপর আমল করতে পার;ে যে পরস্থিতিি মওসুমগুলোতে তরৈী হয়ে থাক।ে কংিবা ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয় নতুবা বয়োবৃদ্ধ হয় যাতে করে প্রচণ্ড ভীড়, তীব্র ঢলোঠলেি ইত্যাদি কারণে ওযু রাখা তার জন্য কঠনি হয়ে যায়।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) জমহুর আলমেরে দললিগুলোর জবাব দয়োর পর বলনে:

পূর্ব আলোচনার ভত্তিতিে বলতে পারি, যে অভমিতরে প্রতি হৃদয় প্রশান্ত হচ্ছে সে অভমিতটি হচ্ছ:ে তাওয়াফরে জন্য লঘু অপবত্রিতা থকেে পবত্রি হওয়া শর্ত নয়। তবে, কোন সন্দহে নাই য,ে পবত্রি হয়ে তাওয়াফ করা উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণরে দকি থকেে অধকি পরপিূর্ণ। এক্ষত্রেে জমহুর আলমেরে বরিুদ্ধে গয়িে এটি লঙ্ঘন করা উচতি নয়। কন্তিু, কখনও কখনও ব্যক্তি শাইখুল ইসলামরে মনোনীত অভমিতটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যমেন- তীব্র ভীড়রে মধ্যে কউে যদি অপবত্রি হয়, সক্ষেত্রেে যদি বলা হয় য,ে বরে হয়ে ওযু করে আসা তার উপর আবশ্যক এবং বশিষেতঃ তার যদি কয়কেটি চক্কর বাকী থাক-ে এতে তীব্র কষ্ট রয়ছে।ে আর যাতে তীব্র কষ্ট রয়ছেে এবং দললি যদি সুস্পষ্ট না হয় সক্ষেত্রেে মানুষকে এমন অভমিতরে উপর আমলে বাধ্য করা উচতি নয়। বরং আমরা সহজটরি উপর আমল করব। কনেনা দললি ছাড়া কষ্টকর অভমিতরে উপর মানুষকে আমল করতে বাধ্য করা আল্লাহ্র বাণী "আল্লাহ্ তোমাদরে জন্য সহজ করতে চান; কঠনি করতে চান না" এর খলিাফ।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫; আল-শারহুল মুমতি (৭/৩০০)]

পক্ষান্তর,ে সাঈ এর জন্য ওযু শর্ত নয়। এটি চার মাযহাবরে ইমাম আবু হানফিা, মালকে, শাফয়েি ও আহমাদরে অভমিত। বরং হায়যেগ্রস্ত নারীর জন্যওে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা জায়য।ে কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়যেগ্রস্ত নারীকে তাওয়াফ ছাড়া অন্য কছিু হতে বাধা দনেনি। আয়শো (রাঃ) হায়যেগ্রস্ত হলে তনিি তাকে বলছেনে: "একজন হাজী যা যা করে তুমওি তা তা কর; কন্তিু তুমি পবত্রি হওয়া অবধি তাওয়াফ করবে না।"[আল-মুগনী (৫/২৪৬)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

সুতরাং কেউ যদি লঘু পবিত্রতা নিয়ে সাঈ করে, কিংবা গুরু অপবিত্রতা নিয়ে সাঈ করে কিংবা ঋতুবতী নারী সাঈ করে তাহলে তা জায়েয হবে। কিন্তু, উত্তম হচ্ছে পবিত্র অবস্থায় সাঈ করা।[আল-শারহুল মুমতি (৭/৩১০, ৩১১)]

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।